ইসরাইলী রাহু'র কবলে বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যম

মানবতার চরম শত্রু ইসরাইল যে কোন ছল-ছুতায় বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে মুখিয়ে আছে। বাংলাদেশ জন্মলগ্ন'থেকেই প্যালেস্টাইন'এর পরীক্ষিত বন্ধু এবং জনসংখ্যার দিকে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কিছু ধান্ধাবাজ বুদ্ধিজীবি এবং সাংবাদিক'দের ইদানীং দেখা যাচ্ছে ইসরাইল'এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য সুযোগ পেলেই মিথ্যা তথ্য এবং থিয়োরি প্রচার করে থাকেন।

যেমন, রোহিঙ্গা সংকট শুরুর সময়, নাজমুল আহসান কলিমুল্লা, ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদ দিয়েছিলেন 'আমাদের সময়' সংবাদ পত্রের মাধ্যমে। কিছুদিন আগে ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের বহুল ব্যাবহৃত অস্ত্র 'এস এল আর এর সরবরাহকারী হিসাবে ইসরাইল'এর নাম প্রচার করে ফেইসবুক'এ মিথ্যা অপপ্রচার দেখা গিয়েছিল। ১৯৭১ সালে মেজর জেনারেল জ্যাকর ভারতীয় সেনাবাহিনী'র একজন মধ্যম সারির অফিসার ছিলেন। তিনি ইহুদী ধর্মালম্বী। কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থিত কিছু ইসরাইলী এজেন্ট এমনভাবে সংবাদটা প্রচার করে যে, ইহুদী'দের সমর্থন বাংলাদেশ'এর স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ন ছিল! এই যুক্তি সম্পূর্ন ভূল এবং মিথ্যা। কারন জেনারেল জ্যাকব না থেকে অন্য যে কেউ সেই দ্বায়িত্বে থাকলে ইতিহাস একচুল পরিমানও বদলাতো না। যেমন জ্যাকবের বস, ইস্টার্ন কমান্ড'এর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিত সিং অরোরা শিখ ধর্মালম্বী ছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে শিখ সম্প্রদায়'এর কারনে আমাদের স্বাধীনতা তরান্বিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহায়তা দেওয়ার সম্পুর্ন ক্রেডিট, ইন্দিরা গান্ধী'র নেতৃত্বাধীন ভারতীয় সরকারীর। এই সব সামরিক অফিসার'রা তাদের উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব পালন করতে বাধ্য ছিল, এবং করেছিল। কিন্তু উদ্বেগের এবং লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে যে,গত কয়েক বছর ধরে বেশ ধান্ধাবাজ বুদ্ধিজীবি এবং সাংবাদিক ইসরাইল'এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তৈরী করার জন্য প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছিল, এবং সম্প্রতি তারা একযোগে কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশের নতুন পাসপোর্ট' থেকে ছয় মাস আগে 'ইসরাইল ব্যাতীত' শব্দগুলি মাস ছয়েক আগে তুলে নেওয়া হলেও এতদিন এই নিয়ে মিডীয়া'তে কোন খবর ছিল না। সম্প্রতি 'গাজা'য় বর্বরোচিত হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের পর হটাত করেই খবরটা প্রচারিত হতে লাগল। একই সাথে ইসরাইলী কূটনিতিক এর 'টুইট' বার্তা এবং ইসরাইলী পত্রিকা 'হারেটজ'এ ঢাকা ট্রিবিউন'এর জনৈক কলামিস্টের লেখা ফিচার স্বভাবতই প্রচন্ড সন্দেহের উদ্রেক করে। মনে হচ্ছে সবই পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে। কেন বাংলাদেশের নতুন পাসপোর্ট' থেকে ছয় মাস আগে 'ইসরাইল ব্যাতীত' শব্দগুলি মাস ছয়েক আগে তুলে নেওয়া হল, এবং এর পেছনে কারা ছিল তা নিয়ে জরুরী তদন্তের প্রয়োজন ।

ইসরাইল লবি অতন্ত্য সংগঠিত, সুচতুর এবং সম্পদশালী। তারা দান, অনুদান, স্কলারশিপ, ভিসা, প্রফেশনাল হেল্প' ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য পুরস্কার প্রদান করে

থাকে। সম্প্রতি ‘গাজা’য় বর্বরোচিত হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের সময় দেখলাম ‘সময় টিভি’ ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুধু দেখিয়েই খ্যান্ত হয় নাই, তার বাংলা অনুবাদ করে ইসরাইলের পক্ষে সাফাই শুনাল দর্শকদের! আরেকজন সম্পাদক কিছুদিন আগে এক টক শো’তে বলছিলেন যে তিনি পি এইচ ডি করতে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন। আমার সাথে সাথেই সন্দেহ হয়েছিল, উনার কাগজে ইসরাইল এর পক্ষে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়ার পুরস্কার হিসাবে হয়তো পি এইচ ডি ‘র স্কলারশিপ পেয়েছেন, এই মেরুদন্ডহীন সাংবাদিক। আমাদের দেশে এখন অনেক বেসরকারী টি ভি চ্যানেল এবং সংবাদপত্র রয়েছে। ইসরাইল লবি’র পক্ষে এর মধ্য থেকে কিছু বা সব বেসরকারী মিডিয়া কিনে ফেলা কোন ব্যাপার না। আমরা দেখি প্যালেস্টাইন এবং অনান্য ইস্যুতে আস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা’য় বেসরকারী মালিকানাধীন ‘মারডক মিডীয়া’ কি ভাবে সাধারন মানুষকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করে আসছে!

ফ্রাংক লোয়ি' অস্ট্রেলিয়ার নামকরা ব্যাবসায়ী, ইসরাইল'এর মদতদাতা এবং ফুটবল স্পন্সর । বাংলাদেশে ফুটবল উন্নয়নের নামে এই ইসরাইল'এর সমর্থক। বাংলাদেশ'এর ফুটবলে এই ‘লোয়ি’ অনুদান দিচ্ছে। আমাদের এই সব ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা দরকার কারন মানবতার চরম শত্রু ইসরাইল'এর বন্ধুরা 'সূচ হয়ে ঢুকে, ফাল হয়ে বের হয়'।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্যালেস্টাইন, এমন একটি প্রসংগ যে ব্যাপারে সমগ্র দেশ এবং জাতি অভিন্ন মত পোষন করে। আওয়ামী লীগ, বি, এন, পি, কমিউনিস্ট পার্টি আর ইসলামী দল; সবাই একমত এই একটি মাত্র ইস্যুতে।১৯৭১ সালে আমাদের চরম দূর্দিনেও যখন মানবতার চরম শত্রু ইসরাইল আমাদের সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়ে এবং অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়, সেই মূহুর্তে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ' তা প্রতাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ফিলিস্তীনি'দের বড় বন্ধু। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাংলাদেশ ডাক্তার এবং শুভেচ্ছা হিসাবে 'চা' প্রেরন করে।